বিএসবি গ্লোবাল মালিকের ৩৩ কোটি টাকার সম্পদ ক্রোকের আদেশ

বিএসবি গ্লোবাল নেটওয়ার্কের স্বত্বাধিকারী মো. খায়রুল বাশার বাহার। ছবি: সংগৃহীত

প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার বিএসবি গ্লোবাল নেটওয়ার্কের স্বত্বাধিকারী মো. খায়রুল বাশার বাহারের প্রায় ৩৩ কোটি টাকা মূল্যের সম্পদ ক্রোকের আদেশ দিয়েছেন আদালত।

রোববার (১২ জুলাই) বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)-এর বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান।

তিনি জানান, খায়রুল বাশার বাহার ও তার সহযোগীরা আমেরিকা, কানাডাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ করে দেওয়ার নামে আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন প্রচার করে সাধারণ শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের কাছ থেকে প্রতারণার মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন।

প্রতারণার মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ সম্পদ অর্জনের প্রাথমিক সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়ায় তার বিরুদ্ধে গত বছরের ৪ মে গুলশান থানায় মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়। ওই মামলায় গত বছরের ১৪ জুলাই ধানমন্ডি থানা এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট। পরে তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়।

সিআইডি জানায়, মামলার প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে যে, প্রতারণার মাধ্যমে অর্জিত অর্থ দিয়ে খায়রুল বাশার তার প্রথম স্ত্রীর নামে রাজধানীর ভাটারা এলাকায় একটি ফ্ল্যাট, দ্বিতীয় স্ত্রী কানিজ ফাতেমা ডোনার নামে শেলটেক বিথীকা প্রকল্পে একটি ফ্ল্যাট এবং নিজের নামে রাজাবাজার এলাকায় দুটি ফ্ল্যাট ক্রয় করেন।

এছাড়া রাজধানীর আজিজ সড়কে জি+৭ তলা ও জি+৬ তলা বিশিষ্ট দুটি বাড়ির মালিকানাও তার নামে রয়েছে। পাশাপাশি নিজের এবং প্রতিষ্ঠানের নামে মোট ৩ হাজার ৪৮২ দশমিক ৫ শতাংশ জমি ক্রয় করেছেন, যার দলিলমূল্য প্রায় ৩৩ কোটি টাকা।

সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিটের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালত তার নামে থাকা এসব স্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের আদেশ দেন।

সিআইডির এই কর্মকর্তা আরও জানান, খায়রুল বাশার বাহার নিজেকে শিক্ষাবিদ ও ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচয় দিলেও এর আড়ালে তিনি বিএসবি গ্লোবাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে একটি সংঘবদ্ধ প্রতারক চক্র পরিচালনা করতেন। ওই চক্রের সহযোগিতায় সাধারণ শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রতারণার মাধ্যমে শত শত কোটি টাকা আত্মসাৎ করে বিপুল পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়েছেন বলে তদন্তে উঠে এসেছে।

মামলাটির তদন্ত কার্যক্রম এখনও চলমান রয়েছে। একই সঙ্গে দেশের বিভিন্ন স্থানে তার নামে থাকা আরও স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের সন্ধানে কাজ করছে সিআইডি।